লজ্জিত হলে যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে নীতীশকে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ রাহুলের

নয়াদিল্লি/পাটনা, ৫ আগস্ট : দীর্ঘদিন পর মুজফ্‌ফরপুরে শেল্টার হোম কাণ্ডে মুখ খুলেছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। আর তিনি মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই নীতীশকে প্রায় চেপে ধরলেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি সহ অন্য বিরোধী নেতারা। তাঁদের দাবি, নীতীশ বলছেন, মুজফ্‌ফরপুরে শেল্টার হোমে ৩৪টি নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় তিনি লজ্জিত, যদি সত্যিই লজ্জিত হন, তবে এর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।

দিল্লিতে রাষ্ট্রীয় জনতা দল গত শনিবার নীতীশের কাছে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়ে ধর্নায় বসেন। সেখানেই রাহুল বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর উচিত এই ঘটনায় দোষীদের আড়াল না করে তাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া। সভায় প্রচুর মহিলাদের সমাবেশ হয়। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি বলেন, ‘এই সভায় আমরা হাজির হয়েছি, দেশেরই মহিলাদের কথা ভেবে। তাদের মনে করিয়ে দিতে চাই আমরা তাদের পাশে রয়েছি। নীতীশজি যদি সত্যিই লজ্জা অনুভব করেন, তবে তাঁর উচিত হবে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ।

রাহুলের পাশাপাশি আরজেডির তেজস্বী যাদব শেল্টার হোমের মালিক ব্রজেশ ঠাকুরকে একহাত নেন। তেজস্বী অবশ্য এর আগে নীতীশকে আক্রমণ করেছেন এই ব্রজেশ ঠাকুরকে আড়াল করার জন্য। ব্রজেশ ঠাকুরই এই শেল্টার হোমের মালিক। মুজফ্‌ফরপুরের দু'দুটি শেল্টার হোমের মালিক ব্রজেশ ঠাকুরই এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত।

উল্লেখ্য, প্রথমে শোনা গিয়েছিল, মুজফ্‌ফরপুরের একটি হোমে ৩৪টি নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে। পরে জানা যায়, ব্রজেশ ঠাকুরের আরও একটি শেল্টার হোম থেকে নাকি পালিয়েছেন একাধিক মহিলা। এরপরই অভিযোগ তীব্রতর হয়ে ওঠে। বিহারের হোমগুলি নিয়ে অবশ্য আগেও অভিযোগ উঠেছে। এবার একাধিক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। মুজফ্‌ফরপুরের পরেই বিহারের আরায় নাবালকদের একটি হেল্টার হোমে একই কাণ্ড ঘটেছে বলে দাবি করা হচ্ছে। রাহুল গান্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলগুলি জেডিইউ-বিজেপি জোটের সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের অপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়ার অভিযোগও করেছে। তাঁদের দাবি, এই জোট কুর্সি দখল করার পরই নানারকম ঘটনা ঘটছে। মুজফ্‌ফরপুরের যৌন কেলেঙ্কারির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ার সমালোচনা করে তাঁরা বলেছেন, বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটলেও জোটের প্রধান এ সম্পর্কে উদাসীন। শনিবার দিল্লিতে যে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত হয়, সেখানে বিরোধী নেতাদের মধ্যে হাজির ছিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল ও সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি, সিপিআইয়ের ডি রাজা, এলজেডি-র শরদ যাদব এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিতে মহিলাকে আক্রমণ, ছিনতাই গয়না ও মোবাইল

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট : কেপমারিরা দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে বলে সন্দেহ পুলিশের। কারণ কলকাতাতে শনিবার যেভাবে এক মহিলার কাছ থেকে হার ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে, প্রায় একই কায়দাতে দিল্লিতেও অতি সম্প্রতি এই ঘটনা ঘটেছে। দিল্লির মানস সরোবর পার্কে রাত ৮.২০ মিনিট নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। কাছের একটি সিসিটিভিতে পুরো ঘটনাটি ধরে পড়েছে। সিসিটিভিতে দেখা গেছে, এক মহিলার পিছন পিছন আসছে এক ব্যক্তি। ফাঁকা গলি দিয়ে কয়েক মিনিট ওই মহিলাকে ফলো করে আসার পর হঠাৎই পিছন থেকে গলার হারে টান মারে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই ঘটনা ঘটে। সিসিটিভির ক্যামেরায় দেখা গেছে, ওই মহিলা পালানোর চেষ্টা করলেও রাস্তায় পড়ে যান। তিনি রাস্তায় পড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার কাছ থেকে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নেয়। এরপর দৌড়ে বড় রাস্তার দিকে চলে যায়। সেখানে আরও এক ব্যক্তি বাইকে অপেক্ষা করছিল তার জন্য। ওই বাইকে উঠেই দু'জন পালায়। তবে ঘটনাটি যখন ঘটছে, সে সময় এক ব্যক্তি তাদের পাশ দিয়ে আসছিলেন। তিনিও পুরো বিষয়টি জানিয়েছেন পুলিশকে। রাস্তার ওই ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, কোনও পথচারী ওই মহিলাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি।

বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেড
CIN : L15421WB1975PLC030118
রেজিস্ট্রার্ড অফিস : এফএমসি ফরচুনা, তৃতীয় তল,২৩৪/৩ এ জে সি বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০
ফোন : ০৩৩-২২৮৭৪৭৪৯, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৭৩০৩৮, Email : investorgrievances@bcml.in Website:www.chini.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভা,
রিমোট ই-ভোটিং তথ্য এবং বহি বন্ধের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাচ্ছে যে, ১৯ মে, ২০১৮ তারিখের এডিএম নোটিসে বর্ণিত মতো কারবার পরিচালনা করতে বিদ্যামন্দির,১, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৭তে শুক্রবার, ৩১ আগস্ট, ২০১৮ তারিখের বেলা ১১.৩০এ বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেডের (''দি কোম্পানি'') ৪২ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (''এজিএম'') অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল সদস্যের ই-মেল আইডি কোম্পানির রেজিস্টারে রেজিস্টার্ড আছে এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট-কার্ভি কম্পিউটার শেয়ার প্রাইভেট লিমিটেড (কার্ভি)/ ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্ট (গণ)-এর সঙ্গে রেজিস্টার্ড আছে তাঁদের কাছে (যারা সরাসরি কপি পেতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাদের ব্যতীত) ইলেকট্রনিক্স মাধ্যমে এবং যাদের ই-মেল আইডি রেজিস্টার্ড নেই অথবা যারা সরাসরি কপির জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাদের জন্য অন্যান্য অনুমোদিত মাধ্যমে ২০১৭-১৮'র বার্ষিক প্রতিবেদন সহ নোটিস, অ্যাটেড্যান্স স্লিপ, প্রক্সি ফর্ম এবং বার্ষিক সাধারণ সভাস্থলের রুটম্যাপ পাঠানো হয়েছে। ই-কমিউনিকেশন/ডেসপ্যাচ উক্ত নোটিসের তারিখে প্রেরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। উক্ত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং নোটিসের কপি কোম্পানির ওয়েবসাইট:www.chini.com এবং কার্ভির ওয়েবসাইট:www.evoting.karvy.com -এ সহজলভ্য করা হয়েছে। এছাড়া বিএসই লিমিটেডের ওয়েবসাইট: (**www.bseindia.com)** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট:(**www.nseindia.com)**-এও সহজলভ্য।

সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৪৪ এবং সময়ে সময়ে সংশোধিত (''দি লিস্টিং রেগুলেশনস'') মতো প্রযোজ্য রুল সহ পঠনীয় কোম্পানিজ অ্যাক্ট ২০১৩-এর ১০৮ ধারার শর্তাবলী সহ পঠনীয় কোম্পানিজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪-এর রুল ২০ অনুযায়ী কোম্পানি তাদের সদস্যদের জন্য বৈদ্যুতিনগত ভাবে রিমোট ই-ভোটিংয়ের সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভাস্থল ছাড়াও এজিএমে বর্ণিত মতো সমস্ত প্রস্তাবের উপর কার্ভি কর্তৃক ব্যবস্থিত ই-ভোটিং পরিষেবায় অন্য স্থান থেকেও অংশ নিতে পারবেন। সদস্যগণ যাদের শেয়ারহোল্ডিং স্বয়ং উপস্থিত থেকে অথবা ডিমেটেরিয়ালাইজড পদ্ধতিতে ভিত্তি তারিখ শুক্রবার ২৪ আগস্ট, ২০১৮ অধিকারে রয়েছে নোটিসে বর্ণিত মতো সমস্ত প্রস্তাবের উপর বৈদ্যুতিনগত ভাবে তারা ভোটে অংশ নিতে পারবেন।

সদস্যদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে :

১। নোটিসে বর্ণিতমতো সাধারণ এবং বিশেষ কারবার পরিচালনা করা যাবে বৈদ্যুতিন ভোটপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

২। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হবে মঙ্গলবার, ২৮ আগস্ট, ২০১৮ তারিখে বেলা ১০টা থেকে এবং শেষ হবে বৃহস্পতিবার, ৩০ আগস্ট, ২০১৮ বিকেল ৫টায়।

৩। রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদানের অধিকার অথবা এজিএমে সুনিশ্চিত করার জন্য ভিত্তি তারিখ হচ্ছে ২৪ আগস্ট, ২০১৮।

৪। যে কোনও ব্যক্তি, যার কোম্পানির শেয়ার আছে এবং এজিএম নোটিস প্রেরণের পরে কোম্পানির যিনি সদস্য হয়েছেন এবং ভিত্তি তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার ২৪ আগস্ট, ২০১৮, অনুযায়ী শেয়ার অধিকারে রাখছেন, তিনি **evoting@karvy.com.**এ অনুরোধের ভিত্তিতে পাসওয়ার্ড এবং ইউজার আইডি দিতে পারেন। এমনকি কোনও সদস্য যদি ইতিমধ্যেই কার্ভির সঙ্গে ই-ভোটিংয়ের জন্য রেজিস্টার্ড হয়ে থাকেন তিনি বর্তমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ভোটদানের জন্য ব্যবহার করতে পারবেন। কোনও ব্যক্তির ভিত্তি তারিখ অনুযায়ী সদস্যপদ বাতিল থাকে, তবে তিনি রিমোট ই-ভোটিংয়ে তালিকাভুক্ত হবেন না অথবা এজিএমেও ভোট দেওয়ার অধিকার থাকবে না এবং নোটিসটি শুধুমাত্র তথ্য জ্ঞাপনের জন্য বিবেচিত হবে।

৫। সদস্যদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লক্ষ্য করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

(ক) রিমোট ই-ভোটিং মডিউল কার্ভি কর্তৃক বাতিল এবং উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের পরে আর গৃহীত হবে না রিমোট ই-ভোটিং শেষ করার জন্য।

(খ) সদস্যরা একবার প্রস্তাবের উপর ভোটদানের সঙ্গে সঙ্গেই তা পরিবর্তনের সুযোগ পাবেন না।

(গ) এজিএমে বৈদ্যুতিন পদ্ধতিতে (ইনস্টা পোল) ভোট দেওয়ার সুযোগও পাবেন। (সদস্যরা লক্ষ্য করবেন যদি প্রযুক্তিগত অসুবিধার কারণে অথবা অন্য কারণে ইনস্টা পোল এজিএমে অকার্যকর হয়, সেক্ষেত্রে ব্যালট পেপারে ভোটদান করা যাবে।

(ঘ) রিমোট ই-ভোটিংয়ে ভোটদানকারী সদস্য সভায় এলেও এজিএমে ভোটাধিকার পাবেন না।

(ঙ) কোনও ব্যক্তি যার নাম রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার অথবা বেনিফিসিয়াল ওনার্স তালিকায় ভিত্তি তারিখ (শুক্রবার, ২৪ আগস্ট, ২০১৮)-তে ডিপোজিটরি কর্তৃক রক্ষিত এবং নথিভুক্ত আছে তাঁরা এজিএমে যেমন ভোটাধিকার পাবেন, তেমনই রিমোট ই-ভোটিংয়েরও সুবিধা পাবেন।

৬। বিজ্ঞপ্তির জন্য উল্লেখিত নথি/ব্যাখ্যামূলক প্রতিবেদন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে অনুসন্ধানের জন্য অথবা বৈদ্যুতিনগত ভাবে জানার জন্য কোম্পানির রেজিস্ট্রার অফিসে শনিবার ছাড়া যে কোনও কাজের দিন বেলা ১১টা থেকে ১টা পর্যন্ত এবং এজিএমের তারিখ এমনকি এজিএমেও খোলা থাকবে।

৭। ভোটদানের নির্দেশাবলীর জন্য বৈদ্যুতিনগত ভাবে অথবা অন্যান্য মাধ্যমের জন্য সদস্যরা ই-ভোটিং নির্দেশাবলী অথবা ই-কমিউনিকেশন/বিজ্ঞপ্তি ব্যবহার করতে পারেন। রিমোট ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও জ্ঞাতব্য অথবা বক্তব্য থাকলে সদস্যগণ http://evoting.karvy.com(karvy website)-এর প্রশ্নাবলী বিভাগে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০ ৩৪৫৪ ০০১ অথবা শ্রী এস বি রাজু, ডিজিএম কার্ভির অফিস কার্ভি সেলেনিয়াম টাওয়ার বি, প্লট নম্বর-৩১-৩২, গাছিবাউলি ফিনান্সিয়াল ডিসস্ট্রিক, নানকরামগুড়া, হায়দরাবাদ-৫০০০৩২-এ যোগাযোগ করতে পারেন অথবা ০৪০-৬৭১৬১৫০০-তে কল করতে পারেন অথবা ডেজিগনেটেড ই-মেল আইডি :**raju.sv@karvy.com**-এ মেল করতে পারেন বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ভোটিংয়ে কোনও অভিযোগ থাকলে জানাতে পারেন।

উক্ত আইনের ৯১ ধারার শর্তাবলী এবং লিস্টিং রেগুলেশনের রেগুলেশন ৪২ আরও জানানো যাচ্ছে যে, রেজিস্ট্রার অফ মেম্বার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুক (শনিবার) ২৫ আগস্ট, ২০১৮ থেকে (শুক্রবার) ৩১ আগস্ট, ২০১৮ (উভয়দিন সমেত) এজিএমের কারণে বন্ধ রাখা হবে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ৬ আগস্ট, ২০১৮

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
বলরামপুর চিনি মিলস লিমিটেড
স্বাঃ/-
(নীতিন বাগাড়িয়া)
কোম্পানি সেক্রেটারি

‘পরিবেশ বাঁচাও’ সচেতনতা র‍্যালিতে রবিবার চেন্নাইতে প্ল্যাকার্ড হাতে ছোটরা।

জম্মু-কাশ্মীরে সাধারণ বন্‌ধে টহলরত নিরাপত্তা কর্মী।

রবিবার মথুরাতে বিজেপি সাংসদ এবং বলিউড অভিনেত্রী হেমা মালিনী মথুরার বন্যা উপদ্রুত এলাকা পরিদর্শনে

এলাহাবাদে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের লোগো সম্বলিত টি-শার্ট পরে শিবভক্তরা।

মেহুল চোকসিকে ফিরিয়ে দিতে অ্যান্টিগাকে অনুরোধ দিল্লির

নয়াদিল্লি, ৫ আগস্ট : দেশ থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করে পালিয়েছে হীরে ব্যবসায়ী মেহুল চোকসি। সম্প্রতি তিনি অ্যান্টিগা দ্বীপে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা গেছে। এমনকি ওই দ্বীপের নাগরিকও হয়েছেন তিনি। অ্যান্টিগায় মেহুল চোকসির আশ্রয় নেওয়া নিয়ে বিরোধীরা তুমুল সমালোচনা শুরু করেছে। সাধারণভাবে আফ্রিকার এই দেশটি কোনও অপরাধীকে আশ্রয় দেয়না। সেক্ষেত্রে মেহুল চোকসির মতো কোনও প্রতারককে কীভাবে আশ্রয় দেওয়া হল তাও জানতে চেয়েছে দিল্লি। একইসঙ্গে তাঁকে দিল্লির হাতে প্রত্যর্পণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে অ্যান্টিগা সরকারকে।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে কোটি কোটি টাকা প্রতারণা করে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন চোকসি। তিনি আগে দাবি করেছিলেন, গত বছরই ব্যবসার স্বার্থেই নাকি অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব নিয়েছিলেন তিনি। এই ক্যারিবিয়ান দেশটি তাকে যে পাসপোর্ট দিয়েছে সেখানে ১৩২টি ভিসামুক্ত সফরের অধিকার দেওয়া হয়েছে। অ্যান্টিগায় চোকসির নাগরিকত্ব নিয়ে কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি সহ বিরোধী দলগুলির নেতারা তুমুল সমালোচনা করেছেন। রাহুলের মতে, অ্যান্টিগার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে চা পানের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী এই ব্যবস্থা করেছেন। বিরোধী দলগুলির সমালোচনার জবাব দিতে দিল্লি অ্যান্টিগা ও বারবুডাকে অনুরোধ জানায়, পিএনবি কেলেঙ্কারির খলনায়ককে আটক করতে। ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে তিনি হাজির হয়েছেন জানার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি এই দাবি করেছে বলেও জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। ওই দুই দেশকেই স্থল, জল ও আকাশপথে চোকসি যাতে কোথাও যেতে না পারেন সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে মুম্বই পুলিশের দেওয়া একটি তথ্য অস্বস্তিতে ফেলেছে কেন্দ্রীয় সরকারকে। গত শনিবার মুম্বই পুলিশ দাবি করেছে, গত বছরই চোকসির বিদেশযাত্রা নিয়ে একটি ক্লিয়ার রিপোর্ট দেয় তারা। সেখানে তার বিরুদ্ধে অপরাধমূলক কোনও প্রমাণ নেই বলে জানিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ এখন তদন্ত করে দেখছে, চোকসিকে পুলিশ ভেরিফিকেশন রিপোর্টটি ইস্যু করা হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে? অবশ্য তার আগেই অর্থাৎ ২০১৫ সালে চোকসি নাকি মুম্বইয়ের পাসপোর্ট দফতর থেকে অ্যান্টিগা ও বারবুডার পাসপোর্টও তৈরি করে নেন। মুম্বইয়ের রিজিওয়াল পাসপোর্ট অফিসই নাকি তৎকাল ব্যবস্থায় তাকে পাসপোর্ট পেতে সাহায্য করে। এই ব্যবস্থায় পুলিশ ভেরিফিকেশন করা হয়নি বলে জানিয়েছিল মুম্বইয়ের পাসপোর্ট দফতর। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি চোকসি দেশ ছেড়ে পালায়। আর পিএনবি কেলেঙ্কারি সামনে আসে তার বেশ কিছুদিন পরে। সিবিআই ৩১ জানুয়ারি চোকসির বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগে মামলা দায়ের করে। মুম্বই পুলিশও তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে। এদিকে অ্যান্টিগার একটি সংবাদপত্র দাবি করেছে, গত বছর সব জানা সত্ত্বেও ভারত সরকার চোকসির নাগরিকত্ব বাতিল করার জন্য অ্যান্টিগা সরকারকে কিছুই জানায়নি। ২০১৭ সালের মে মাসেই নাকি অ্যান্টিগার নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য আবেদন করেন চোকসি। ওই বছরই তা মঞ্জুর হয়। অর্থাৎ দেশ ছাড়ার আগেই চোকসি হাজার হাজার কোটি টাকা প্রতারণা করে পালানোর পথটি তৈরি করে রাখেন। কোথাও তিনি ও নীরব মোদী আশ্রয় নেবেন তাও তখনই স্থির হয়ে যায়।

কোনও কোনও মহল থেকে বলা হচ্ছে, নীরব মোদীও অ্যান্টিগাতে আশ্রয় নিয়েছেন। যদিও এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য সরকারের হাতে আসেনি। কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের এক মুখপাত্র সম্প্রতি দাবি করেছেন, পিভিআর-এর ভিত্তিতে মুম্বইয়ের পাসপোর্ট অফিস অ্যান্টিগা ও বারবুডায় যাওয়ার জন্য চোকসিকে পাসপোর্ট ইস্যু করেছিল। সেক্ষেত্রে তাদের কোনও দোষ নেই। কিছু কিছু সংবাদপত্র এই নিয়ে অহেতুক হইচই করছে বলেও দাবি করেছেন তারা।